গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	
প্রস্তাবনা	
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জন সমূহ

পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, রিংওয়েল স্থাপন এবং পুকুর পুন:খনন করা হয়েছে। পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং টু-ইন-পিট ল্যাট্রিন। অগ্রাধিকার মূলক গ্রামীন পানি সরবরাহ গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ ও রিং ওয়েল স্থাপন। ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় ১৫ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন। সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ ও রিংওয়েল স্থাপন। জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্পের (৩য় পর্যায়) আওতায় কমিউনিটি টয়লেট ও পাবলিক টয়লেট স্থাপন। পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহপুনঃখনন/সংস্কার শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০২টি পুকুর পুন:খনন ও পিএসএফ নির্মাণ করা হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপজেলায় ১৬৪টি ডিস্যালাইনেশন কাজ চলমান। পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন প্রকল্পের আওতায় ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ৪০টি পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় ০৫কিঃমিঃ পাইপ লাইন এবং ০১টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প-০২ এর আওতায় ২২৭০ মিটার পাইপ লাইন স্থাপন এবং ২০টি অগভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সাময়িক পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রকল্পের আওতায় ০৩টি পরীক্ষা মূলক গভীর নলকূপ, ১০টি অগভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে ০১টি পাইপ লাইন দ্বারা সাময়িক ভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। World Bank (EMCRP) প্রকল্পের আওতায় ২৮টি মিনি পাইপ লাইন ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম রোহিঙ্গা কমিউনিটির জন্য বরাদ্দ রয়েছে যার কাজ শেষ পর্যায়ে, ৩০০০টি ল্যাট্রিন এর কাজ চলমান, ৭০টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপনের কাজ চলমান, ৫০০টি বায়োফিল ল্যাট্রিন স্থাপনের কাজ চলমান, টেকনাফ উপজেলার পানি সমস্যা সমাধানে উপজেলা পরিষদের পিছনে প্রাকৃতিক ছড়ায় পানি পরিশোধনের জন্য সারফেস জায়গায় ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনের নিমিত্তে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এর কাজ চলমান রয়েছে, ফিক্যালস্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট রোহিঙ্গা কমিউনিটির জন্য বরাদ্দ রয়েছে এবং ৩০টি বায়োগ্যাস ল্যাট্রিনের কাজ চলমান। ADB (EAP) প্রকল্পের আওতায় ৪০টি পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম নির্মাণ রোহিঙ্গা কমিউনিটির জন্য বরাদ্দ রয়েছে এবং কাজ চলমান, উখিয়া উপজেলার ক্যাম্প এলাকায় ও টেকনাফ উপজেলার হোয়াইকং নামক স্থানে সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে, ১০টি মিনিফিক্যাল স্ল্যাজট্রিটমেন্ট সিস্টেম রোহিঙ্গা কমিউনিটির জন্য বরাদ্দ রয়েছে, ০২টি ফিক্যাল স্ল্যাজট্রিটমেন্ট ও সলিড ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট রোহিঙ্গা কমিউনিটির জন্য বরাদ্দ রয়েছে, ২০টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ কাজ চলমান, ৫০০টি গোসলখানা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং কক্সবাজার পৌরসভা এলাকায় পানিসরবরাহের নিমিত্তে সারফেসওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। অভ্যান্তরীন বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর আশ্রয়ন প্রকল্প সমূহে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মাঝে মুজিবশতবর্ষে ইউনিসেফ ওয়াশ প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত মানের স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতির স্থায়ী করণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ। এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে পৃথক সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি ও বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক পৃথক বাজেট বরাদ্দকরন। সামগ্রিককাজের মনিটরিংও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন সর্বজনীন কভারেজ সংজ্ঞায়িত করণ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষন।পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়/সমস্যা হল এই খাতে অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ। এছাড়া সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততার উপস্থিতি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আরো রয়েছে মূল ভূ-খন্ড হতে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ (কুতুবদিয়া)যেখানে সুপেয় পানি ও উন্নত স্যানিটেশন নিশ্চিত করা একটি কষ্ট সাধ্য বিষয় হয়ে দাড়িঁয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কক্সবাজার জেলার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে যেমন প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, ভূ-গর্ভস্থ পানির চাপ কমাতে সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মান এবং প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন।স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ। উল্লেখ্য সরকারী আশ্রয়ন প্রকল্প সমূহে মানুষের জীবনমান উন্নত করার মানসে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং টেকসই করার নিমিত্তে সচেতনতা বৃদ্ধি করন, দ্বীপাঞ্চল সমূহে নতুন প্রকল্প (পাইপ স্কীম ও উন্নত স্যানিটেশন)গ্রহন পূর্বক টেকসই উন্নয়ন বিকেন্দ্রি করনের মাধ্যমে কাভারেজ শতভাগে উন্নীত করন।

২০২২-২০২৩অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমূহ

- পল্লী ও পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন– ৩২০০টি
- গ্রামীণ এলাকায় পুকুর খনন/পুনঃখনন - ২টি;
- পৌর এলাকায় উৎপাদক নলকূপ স্থাপন ও প্রতিস্থাপন - ২টি ও পাইপ লাইন স্থাপন - ২৪কিঃমিঃ
- পল্লী ও পৌর এলাকায় ভূ-পৃষ্ঠস্থ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ – ৩টি;
- পল্লী ও পৌর এলাকায় ইম্প্রুভড/স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন - ৫১০০টি ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন/ পাবলিক ল্যাট্রিন স্থাপন - ১৫টি;
- পানির গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে পানির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা - ৩২০০টি।

4

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেরূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের ২৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিস্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: